গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৯ জানুয়ারি ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার কর

৩১ ডিসেম্বর '০৩ ঃ পেট্রল ও ডিজেলের পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, অত্যন্ত আবশ্যিক পণ্য পেট্রল ও ডিজেলের এভাবে ঘন ঘন মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের উপর যেমন অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, পাশাপাশি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের অচিন্তনীয় দুর্দশা ও যন্ত্রণা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়।

এই অন্যায় মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে কমরেড মুখার্জী এর প্রতিরোধে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতেও গরিব মানুষ চিকিৎসা পাবেনা

গ্রামীণ হাসপাতালগুলির বেসরকারীকরণ এবং সেখানে পরিষেবার চার্জ চালুর প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৪ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

''রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলির মতো এবার গ্রামের হাসপাতালগুলিতেও রক্ত মল-মূত্রের রুটিন টেস্টের জন্যও টাকা দিতে হবে এবং বিনামূল্যে ওষুধের পরিবর্তে হাসপাতালের মধ্যেই বেসরকারি দোকান থেকে ওষুধ কিনতে হবে — এই সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে গ্রামের দুস্থ গরিব মানুষের যে সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগও ছিল, তাও বন্ধ করে দেওয়া হল।

বাণিজ্যিক স্বার্থে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেবার এবং বিভিন্ন খাতে চার্জ চালু করার এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার দাবি করছি।''

আবার ভাড়াবৃদ্ধির পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি

কেন্দ্রীয় সরকার ১ জানুয়ারি পেট্রল ডিজেলের দাম আবার বাড়াল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের দাম খুব অল্প বাড়লেও কেন্দ্রীয় সরকার ১ টাকা প্রতি লিটারে বাড়িয়ে দিল। ডিজেলের দাম ছিল ২২·৯৪ টাকা, এবার ১·০৫ টাকা দাম বাড়ায় ২৩·৯৯ টাকা হল। তেলের দামবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বলতে শুরু করেছেন, বারবার তেলের দাম বাড়লে বাস চালানো যাবে না। ভাড়া বাড়ানো ছাড়া উপায় কি। বাস মালিকদের সমস্যায় পরিবহন মন্ত্রীর বড়ই মনোকষ্ট। পরিবহন মন্ত্রী কি মনে করেন জনগণের অঢেল টাকা, আরো ভাড়া বাড়লে সাধারণ মানুষের কোন সমস্যা হবে না ? এমনিতেই লক্ষ লক্ষ কারখানা বন্ধ, গ্রামগঞ্জে কাজ নেই, সাধারণ মানুষের কোনরকম জীবনধারনের রসদটুকু জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তার উপর মূল্যবৃদ্ধি ও নানা ধরনের ট্যাক্সবৃদ্ধির চাপ। এরপর ভাড়া বাড়লে সাধারণ মানুষের দুর্দশার সীমা থাকবে না।

পরিবহন মন্ত্রীর ইঙ্গিতে প্রতিবারের মত এবারেও বাস মালিকরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবি তুলেছে। প্রশ্ন হলো তেলের দাম কত বেড়েছে ? ২০০৩ সালের ১ এপ্রিল শেষবার যখন বাসভাড়া বাড়ানো হয় (সেই ভাড়া এখনও চলছে) তখন তেলের দাম ছিল লিটারে ২৩·৫১ টাকা। বর্তমানে তেলের দাম বেড়ে যা হয়েছে তা আগের বার ভাড়া বাড়ানোর সময় যা ছিল তার থেকে মাত্র ৪৮ পয়সা বেশি। মাত্র ৪৮ পয়সা তেলের দাম বাড়ার জন্য বাসভাড়া বাড়ানোর সত্যি কি প্রয়োজন আছে? এর জন্য বাস মালিকদের লোকসান হচ্ছে এ যুক্তি অবিশ্বাস্য। ২০০৩ এপ্রিলে যখন বাসভাড়া বাড়ানো হয় তখন পরিবহন মন্ত্রী বলেছিলেন, বাসভাড়া ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, এর ৬ শতাংশ তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য এবং ৯ শতাংশ বাসে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য

চারের পাতায় দেখুন

'বুশের জন্য আর রক্ত দেব না'
— ইরাকে কোরিয় সৈন্য পাঠাবার প্রতিবাদে সিওলে বিক্ষোভ

পঞ্চায়েতি ট্যাক্স চালু ও খাজনা বৃদ্ধি প্রতিরোধে এবং ফসলের উপযুক্ত দাম, সারা বছর কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে চাষী ও খেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আবেদন

কেন্দ্রের বিজেপি-জোট সরকার ও রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের ক্রমাগত আক্রমণে শুধু শহরেই নয়, গ্রামবাংলার মানুষের জীবনও আজ বিপন্ন। একদিকে প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে সার-বীজ-ডিজেল-বিদ্যুৎ-সেচের জলের দাম, অন্যদিকে বাড়ছে কাপড়-চোপড়, ঔষধপত্র থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই দাম। কিন্তু বাড়ছে না চাষীদের ফসলের দর। অভাবে-দেনার দায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা গরিব চাষী ফসল তুলতে না তুলতেই জলের দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয় ফড়েদের কাছে।

অন্যান্য বারের মতো এবারও যখন গরিব চাষীদের অভাবী বিক্রির ফলে বিপুল পরিমাণ ধান কুইন্টাল প্রতি ৩৫০/৪০০ টাকায় মিল মালিক-মজুতদারেরা ইতিমধ্যেই কিনে নিয়েছে তখন সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক দেরি করে ধানের মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৫৫০ টাকা ঘোষণা করেছে। সরকারি হিসাব নিরীক্ষক 'ক্যাগ'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী গত বছর এভাবেই সরকার চালকল মালিকদের ২১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বাড়তি লাভ করিয়ে দিয়েছে। ফলে, সরকারি আশীর্বাদে এবারও মিলমালিক-মজুতদারদের পৌষ মাস আর গরিব চাষীদের সর্বনাশ হচ্ছে।

এদিকে জমিচ্যুত খেতমজুরের সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে দিনকে দিন, কিন্তু এরা কাজ পায় বছরে বড়জোর ১১৪ দিন। এমনকি এদের বেশিরভাগেরই নাম বিপিএল তালিকাতে নেই। এভাবে গ্রামের গরিবদের জীবন যখন সঙ্কটে সঙ্কটে সম্পূর্ণ জেরবার তখন, সরকারি তহবিলে টাকা নেই এই ধুয়া তুলে রাজ্য সরকারের একমাত্র কাজ দাঁড়িয়েছে কিভাবে কোন বাবদে ট্যাক্স চাপিয়ে পাবলিককে আরও কত শুষে নেওয়া যায়। কাগজে-রেডিও-টিভিতে প্রতিদিন সরকারি ট্যাক্সবৃদ্ধির ঘোষণা সর্বত্র ত্রাসের সৃষ্টি করছে। ব্যাপক খাজনা বাড়িয়েই সরকার ক্ষান্ত হয়নি, সার্ভিস চার্জ, কোর্ট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফিও অত্যধিক বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, গৃহপালিত পশু, পাখি, গ্রামীণ যানবাহন, শ্মশান-কবরস্থান ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরই ট্যাক্স ধার্য হয়েছে।

একদিকে সাধারণ মানুষের উপর যে সরকার এই নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাচ্ছে, অন্যদিকে সেই সরকারই অতি সদয় হয়ে বড় বড় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের থেকে প্রাপ্য কোটি কোটি টাকা ছাড় দিচ্ছে। যেমন বিদ্যুৎক্ষেত্রে গোয়েঙ্কাদেরই ছাড় দিয়েছে ২০৪.৬৯ কোটি টাকা, শিল্পে উৎসাহ দেওয়ার নামে মালিকদের ট্যাক্স ছাড় দিয়েছে ৮৫৫ কোটি টাকা, এমনকি ১৯৯৭-২০০১ এই সময়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৪০৮০.০৫ কোটি টাকা বিক্রয় কর আদায় করেনি। সম্প্রতি স্পেশাল অর্থনৈতিক জোন করছে, সেখানেও শিল্পপতিদের কোন ট্যাক্স দিতে হবে না। ফলে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার বিজেপি ও কংগ্রেস সরকারের মতই গলায় গামছা দিয়ে সাধারণ মানুষের সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে, আর শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের মুনাফার পাহাড় আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এ সরকার এতদূর নেমেছে যে, আয় বাড়াবার অজুহাত দিয়ে এরাজ্যে যেখানে ২৫০০ মদের দোকান ছিল, আগামী তিন মাসে আরও ৩০০০ বাড়াচ্ছে। তারা ঘোষণা করেছে গ্রামাঞ্চলে ১৮ হাজার জন পিছু এবং শহরাঞ্চলে ১২ হাজার জন পিছু ১টি করে মদের দোকান খোলা হবে। ফ্রন্টের চেয়ারম্যান দুঃখ করে বলেছেন, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্য সরকার মদ বিক্রির আয়ে এরাজ্য থেকে এখনও এগিয়ে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক আরেক দফা এগিয়ে বলেছেন, এতে ক্ষতি কি, যারা গোপনে মদ খেত, এখন প্রকাশ্যে খাবে, আর যার ইচ্ছা হবে না, সে খাবে না। এখানেই শেষ নয়। ছোট বয়স থেকেই যাতে মদ খাওয়ার অভ্যাস হয় এবং ভবিষ্যতে যাতে আরও খদ্দের বাড়ে, তার জন্য কম মদ মেশানো এক পানীয় প্রায় সব দোকানেই লজেন্স-বিস্কুটের মত পাওয়া যাবে। মার্কসবাদ ও বামপন্থার নামে কতদূর নামলে এসব করা ও বলা সম্ভব, সিপিএম-এর সৎ কর্মী-সমর্থকেরা ভেবে দেখবেন। একদিন এদেশে মাদকদ্রব্য বর্জন দিয়েই উত্তাল স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যই মাদকদ্রব্যের প্রসার ঘটিয়ে ছাত্র-যুবদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কে কে এম এস-এর বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি

সারা রাজ্য জুড়ে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের দাবি সহ অন্যান্য দাবিতে জেলাশাসকের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে গত ২৩ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতেও এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শতাধিক কৃষকের সুসজ্জিত মিছিল গোটা শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হয়। এস ইউ সি আই দলের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সহ একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়। সেখানে অনুষ্ঠিত একটি সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড হরিভক্ত সর্দার।

মুর্শিদাবাদ

ধানের দাম কুইন্টাল প্রতি ৬৫০ টাকা করা, এফ সি আই কর্তৃক সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে সমস্ত ধান কেনা ও জমির খাজনা ও সেচ কর হ্রাস করার দাবিতে এবং গৃহপালিত পশু ও দ্বিচক্রযানের উপর কর বসানোর বিরুদ্ধে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেয়। প্রতিনিধি দলে জেলা সম্পাদক কমরেড সাজেম আলি ছাড়াও ধনঞ্জয় ঘোষ, নায়েব আলি ও আবুল কালাম আজাদ ছিলেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এস ইউ সি আই ও কৃষক খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক মানুষের মিছিল ৩১ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভ সভায় দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান কুইন্টাল প্রতি ৬৫০ টাকা দরে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার দাবিতে এবং গরিব সাধারণ মানুষের গরু-ছাগল-মুরগি, সাইকেল সবকিছুর উপর কর চাপানো, ৩০০০ নতুন মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিক্ষোভ সভা থেকে কমরেডস্ অমল মাইতি, সূর্য প্রধান, প্রাণতোষ মাইতি, বিষ্ণুপদ মিশ্র, বলরাম দাস জেলাশাসকের অবর্তমানে এ ডি এম এর কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

সিউড়িতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য কনভেনশন

২৯ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার সিউড়ি সদর হাসপাতালের সামনে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য' বিষয়ক এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক। প্রধান বক্তা রাজ্য স্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া রাজ্য সরকারের হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, রাজ্য সরকার সুকৌশলে সরকারি চিকিৎসা ও হাসপাতালের প্রতি মানুষের অনীহা সৃষ্টি করে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে। গরিব, মধ্যবিত্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করছে। সরকারের এই জনবিরোধী নীতিকে রুখতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটি রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন গড়ে তুলছে সেই আন্দোলনকে আরও জোরালো করে সরকারি এই নীতিকে পরাস্ত করতে হবে। কনভেনশনে অন্যান্য বক্তা ছিলেন মানস সিংহ, শান্তিকুমার মুখার্জী, রতন প্রামাণিক ও বৈদ্যনাথ মাল। কয়েকশ' মানুষের উপস্থিতিতে এই কনভেনশন থেকে ডাঃ অধীর পালকে সভাপতি এবং বৈদ্যনাথ মাল ও মানস সিংহকে যুগ্ম সম্পাদক করে ২৪ জনের 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটি' বীরভূম জেলা শাখা গঠন করা হয়।

'আজীবন কর'-এর প্রতিবাদে বিষ্ণুপুরে সভা

'আজীবন কর'-এর প্রতিবাদে ৪ জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে হাইস্কুল মাঠে টু-হুইলার মালিকদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিষ্ণুপুর টু-হুইলার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। অসীম বিশ্বাসকে সভাপতি, সাধন ব্যানার্জীকে সম্পাদক ও দিলীপ কুন্ডুকে অফিস সম্পাদক করে ৩৭ জনের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। ৬ জানুয়ারি মোটর সাইকেল মিছিল নিয়ে এস ডি ও'র কাছে ডেপুটেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সত্যেন্দ্র দুবে হত্যার ঘটনার জবাবদিহি করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকেই

'দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসনে'র চমৎকার নজির সৃষ্টি করল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ! কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৪ হাজার কোটি টাকার 'সোনালি চতুর্ভুজ' হাইওয়ে প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার নয়ছয় রুখতে এগিয়ে এসেছিলেন যে সাহসী ইঞ্জিনিয়ার, খোদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের 'কর্মকুশলতায়' শেষ পর্যন্ত মাফিয়াদের হাতেই খুন হতে হল তাঁকে। তাঁকে রক্ষা করার ন্যূনতম দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করল না বিহারের আর জে ডি সরকার, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দপ্তর।

এই হাইওয়ে নির্মাণের লক্ষ্য হল এর দ্বারা একদিকে দিল্লি-মুম্বাই-কলকাতা-চেন্নাই, এই চারটি মহানগরকে সড়কপথে যুক্ত করা, অন্যদিকে গুজরাট থেকে অসম ও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ তৈরি করা। কানপুর আই আই টি র ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবে এই প্রকল্পে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির ম্যানেজার হিসাবে বিহারের গয়ায় কর্মরত ছিলেন। কাজ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্র টের পান, কীভাবে সড়ক নির্মাণের এই প্রকল্পে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করা কোটি কোটি টাকা লুঠ হয়ে যাচ্ছে। কাজও হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমানের। প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে সত্যেন্দ্র এই প্রকল্পের কাজের অবস্থার কথা জানান। কীভাবে সড়ক তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নমানের কাজ করানো হচ্ছে, রাস্তার নক্সা তৈরি থেকে শুরু করে মালপত্র কেনা পর্যন্ত কী ধরনের দুর্নীতি চলছে, বড় ঠিকাদার, সাব-কন্ট্রাক্টর সহ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীভাবে দুর্নীতি চলছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠিতে সত্যেন্দ্র সমস্ত কিছু জানান। প্রয়োজনে আরো তথ্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। দুর্নীতির এই চক্র নিয়ন্ত্রণ করছে যে মাফিয়ারা, তাদের কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিলে ভয়ংকর আক্রমণ আসতে পারে — এই আশঙ্কায় খুব সঙ্গত কারণেই চিঠিতে নিজের নাম গোপন রাখার অনুরোধ করেছিলেন সত্যেন্দ্র। অভিযোগ জানিয়ে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তার সঙ্গে আলাদা করে তিনি নিজের পরিচয় জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর এই অনুরোধে কর্ণপাত করা হয়নি। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য সত্য প্রকাশ করার হিম্মত দেখিয়েছেন যে সরকারি কর্মীটি, তাঁর নিরাপত্তার জন্য যেখানে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল, সেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষ আদৌ কোনরকম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির দপ্তরে পৌঁছবার পথে কোন এক সময় চিঠিটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং সত্যেন্দ্র দুবের অভিযোগের কথা মাফিয়ারা জানতে পেরে যায়। এরপর শুরু হয় হুমকি ও ভয় দেখানোর পালা। মাফিয়ারা তাঁকে অনবরত ভীতি প্রদর্শন করছে — এ'কথা জানানোর পরেও সত্যেন্দ্র দুবে কিংবা তাঁর পরিবারের জন্য বিন্দুমাত্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়নি সরকারি কর্তৃপক্ষ — না রাজ্য সরকার, না কেন্দ্রীয়। তাঁর অনুরোধ সামান্যতম গুরুত্বও না পাওয়ায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে লেখা এক চিঠিতে সত্যেন্দ্র দুবে লিখেছেন — "আমি এই সংস্থা এবং প্রকল্পে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে চেয়ে দুঃখিত এবং আহত হয়েছি।" এর পরে গয়া স্টেশনে মাফিয়ারা সত্যেন্দ্রকে গুলি করে হত্যা করে।

বিহারের গণ্ডগ্রাম শাহপুরের নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কৃতী সন্তান, অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির এই ইঞ্জিনিয়ারের হত্যার ঘটনায় সারা দেশের সাধারণ মানুষ শোকস্তব্ধ। একই সঙ্গে তাদের অভিযোগের আঙুল উঠেছে সরকারের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছে, নাম গোপন রাখার জন্য বারবার অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখা সত্ত্বেও খোদ সেই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কীভাবে প্রকাশ পেয়ে গেল সত্যেন্দ্র দুবের নাম ? সত্যেন্দ্র অন্য কারোর ওপর নির্ভর করতে না পেরে, পরম ভরসায় সড়ক প্রকল্পের দুর্নীতির কথা জানিয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজির কাছে — যে অটলবিহারী বাজপেয়ী ন্যায়-নীতির লম্বা-চওড়া কথা বলেন। কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একজন ন্যায়পরায়ণ সরকারি কর্মীর মূল্যবান জীবন মাফিয়াদের হাত থেকে রক্ষা করার কোন কার্যকরী চেষ্টাই করলেন না। বোঝা যায়, এইসব মাফিয়াদের হাত খোদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। বিজেপির সংসদীয় মুখপাত্র অবশ্য শশব্যস্তে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর নয়, সত্যেন্দ্র দুবের নাম ফাঁস হয়ে গেছে অন্য কোনভাবে। কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের সামনে তিনি এ'কথাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, নিজের বক্তব্যের সমর্থনে কোনও তথ্য প্রমাণ তাঁর কাছে নেই।

সম্প্রতি অজিত যোগী ও জুদেও কাণ্ড নিয়ে সংসদে বলতে গিয়ে এই ঘটনাগুলিকে দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে 'অমর্যাদাকর' ও 'কলঙ্কজনক' আখ্যা দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁরা কী উদাহরণ রেখে যাবেন, তাই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ করেছেন। তাঁর এই আক্ষেপ যে অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়, সত্যেন্দ্র দুবে হত্যার ঘটনা তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিল। এই ঘটনা উদ্‌ঘাটিত করল এদেশে গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারা। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই 'গণতন্ত্র' প্রকৃত বিচারে মাফিয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী এবং তাদেরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং এই মাফিয়াবাহিনীর বিরোধিতা করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা 'মূল্যবোধের রাজনীতি'র বড়াই করতে করতে কেন্দ্রীয় মসনদে চড়ে বসা বিজেপি ও সংঘ পরিবারের একনিষ্ঠ সদস্য অটলবিহারী বাজপেয়ীদের নেই। সেই জন্যই মাফিয়াদের এগিয়ে দেওয়া টাকার থলি প্রত্যাখ্যান করে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে গেলে প্রাণবলি দিতে হয় সত্যেন্দ্র দুবের মতো মানুষদের। নাম কা ওয়াস্তে ঘটনার সরকারি তদন্ত করানো হয় — কখনো অপরাধী ধরা পড়ে, বেশিরভাগ সময়ই বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়, প্রকৃত দোষীর শাস্তি হয় না। এবারও সত্যেন্দ্র দুবে হত্যার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সি বি আইকে ; কিন্তু তাঁর নামটি কী করে ফাঁস হয়ে গেল, তার উত্তর খুঁজতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজি নয়।

ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে-পড়া সংসারের হাল ধরতে সত্যেন্দ্র দুবের বৃদ্ধ বাবা চোখের জল মুছে চিনির কারখানায় ৩ হাজার টাকা মাস-মাইনের পুরনো কাজে আবার যোগ দিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এই বৃদ্ধের মতো নীরবে এ'ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা মেনে নিতে রাজি নয়। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দপ্তরকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করে তারা খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই মৃত্যুর কৈফিয়ত দাবি করছে।

শ্রদ্ধেয় সুশীলকুমার মুখার্জী ৯১ বছরে পদার্পণ করলেন

গভীর শ্রদ্ধায় ডি এস ও সংবর্ধনা জানাল আদর্শবাদী শিক্ষককে

''আমাদের দেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের মূল্যবোধের প্রাণস্পর্শ তোমার জীবনে ও ক্রিয়ায় আজও জীবন্ত। সেই কারণেই বয়সের স্বাভাবিক স্থবিরতা, আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব, সরকারি খেতাব, নাম-যশ-অর্থের আকাঙ্ক্ষা, তথাকথিত নিরপেক্ষতার মোহে শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে পলায়নের মনোবৃত্তি তোমার কাছে পরাভূত। তোমার ক্রিয়াশীল আদর্শভিত্তিক ভূমিকার দ্বারা এবং বহুবিধ গুণাবলীর সমাহারে তুমি একটি বিরল চরিত্রের নিদর্শন রেখেছ আমাদের সামনে।..... অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তোমাকে আমরা অভিবাদন করি — তুমি তা গ্রহণ কর।'' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জীকে দেওয়া মানপত্র থেকে কথাগুলি পড়ে শোনাচ্ছিলেন এ আই ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায়। হল তখন ভিড়ে উপচে পড়েছিল। অথচ হল জুড়ে ছিল এক নিস্তব্ধ ভাবগম্ভীর পরিবেশ। মানপত্রের প্রতিটি শব্দের সাথে একাত্ম হয়ে জনাকীর্ণ হলের সমস্ত মানুষও গভীর শ্রদ্ধায় নীরব অভিবাদন জানাচ্ছিলেন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এই মানুষটিকে। যথারীতি সংবাদপত্রের কোনও সাংবাদিক বা চিত্র সাংবাদিক, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কোনও ক্যামেরা বা তার উজ্জ্বল আলো ছিল না। কিন্তু ছিলেন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। ছিলেন তাঁরা ব্যাপক সংখ্যাতেই। জাঁকজমক বা বিশেষণের আতিশয্যে নয়, ডঃ সুশীল মুখার্জীর এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি আবেগ ও আন্তরিকতায় ছিল যথার্থই অভূতপূর্ব।

এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গত ১ জানুয়ারি সুশীল কুমার মুখার্জীর ৯০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের এই অনুষ্ঠানটির কথা শুনে তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী, স্কুলের শিক্ষক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং নানা বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ খুবই আবেগের সঙ্গে এ আই ডি এস ও কর্মীদের অভিনন্দিত করে বলেছেন যে, 'তোমরা সত্যিসত্যিই একটা মহৎ কাজ করছ। এ কাজ আমাদেরই করার দরকার ছিল। তোমরা আমাদের পথ দেখালে।'

সভার শুরুতে এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহিউদ্দিন মান্নান বলেন, 'আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে শ্রদ্ধেয় সুশীল কুমার মুখার্জী বলেছিলেন, 'অন্ধকার থেকে দেশকে যারা আলোময় করবে সে হ'চ্ছে এই ছাত্র ও তরুণ বন্ধুরা।' বলেছিলেন, 'বেঁচে থাকার দিন আমার হাতে গোনা, তবু আপনাদের দেখে আমি আশান্বিত।' আমাদের কাছে তাঁর এই প্রত্যাশা আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আজ আমরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে এসেছি আমাদের সংগ্রামের পথে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। সভার সভাপতি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক বলেন, আজ আমরা যারা এসেছি — তারা বলতে আসিনি বেশি, স্যারের কাছ থেকে শুনতে এসেছি।' সভাপতির আহ্বানে ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জী, কৃষ্ণকামিনী রোহাতগি মুখার্জী সহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক তারকমোহন দাস, অধ্যাপক সমর বাগচী, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক নিরঞ্জন প্রধান, জ্যোতি সেন, সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর রায় এবং অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহসভাপতি ও বিশিষ্ট জননেতা মানিক মুখার্জী মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আসতে পারেননি যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের শ্রদ্ধা-ভালবাসার উপহার এবং বার্তা পাঠিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার, কর্ণাটকের প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দোরাইস্বামী, ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রাক্তন ডিরেক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিজ্ঞানী অসীমা চ্যাটার্জী, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ডঃ সুশীলা মণ্ডল যেসব শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন তা পাঠ করেন সভাপতি গৌরীশঙ্কর ঘটক। সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদক তপন রায়চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী, ডঃ মুখার্জীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ঋদ্ধি সেবাকেন্দ্রের পক্ষ থেকেও পুষ্পস্তবক দেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মহিউদ্দিন মান্নান সুশীলবাবুর ৯১ বছরে পদার্পণের প্রতীক হিসাবে ৯১টি রক্তগোলাপ দিয়ে তৈরি ফুলের তোড়া উপহার দেন।

পুরো অনুষ্ঠানটি দেখে মনে হচ্ছিল, বিগত এক যুগের প্রতিনিধির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করছে তার পরবর্তী নবীন প্রজন্ম। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীর মনে বারবারই অনুরণিত হচ্ছিল এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে দেওয়া মানপত্রের কথাগুলি — 'ব্রিটিশ পদানত অন্ধকার ভারতে তোমার জীবনের সূচনা। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রকে মুক্ত করার আকূতিই ছিল সে যুগের আহ্বান। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনের প্রারম্ভের দিনগুলিতে সেই আকাঙ্ক্ষা রূপ পেয়েছিল তোমার জীবনে। বিদেশি শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুকতার নিগড় ভেঙে নবজাগরণের চিন্তা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের যে প্রবাহ উদ্বেল করেছিল সে যুগের তরুণ সমাজকে — তারই সুরে তুমি তোমার জীবনকে গড়ে তুলেছ।' তাই ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের তাৎপর্য হল, বিগত সেই গৌববোজ্জ্বল নবজাগরণের আদর্শ থেকে নির্যাস গ্রহণ করা।

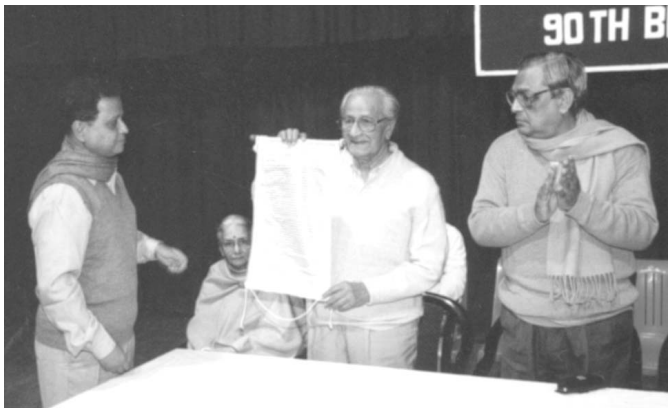

অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখার্জীর হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড দেবাশীষ রায়। বাঁদিকে বসে আছেন কৃষ্ণকামিনী রোহাতগি মুখার্জী। ডান দিকে কমরেড মানিক মুখার্জী। (নিচে) সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছাত্র ও সাধারণ মানুষের একাংশ। ভিতরে জায়গা না পেয়ে হলের বাইরেও ছিলেন বহু মানুষ।

শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদানই নয়, মানুষ হিসাবে তাঁর চরিত্রের মহৎ কিছু দিককে তুলে ধরে মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী বলেন, 'একদিকে যেমন তাঁর দৃঢ়চিত্ততা দেখেছি, তেমনি অপরদিকে দেখেছি তাঁর ঔদার্য। তিনি মানুষকে অবিশ্বাস করতে পারেন না, এজন্য অনেকে তাঁকে ঠকিয়েছে। কিন্তু এনিয়ে তিনি কখনও অভিযোগ করেননি।' অধ্যাপক তারকমোহন দাস বলেন তিনি রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নিচু করেন নি। 'বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি ল্যাবরেটরিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সমস্ত রকম মহৎ কাজে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে যুক্ত রাখতেন।' এইজন্যই আমরা দেখতে পাই অগুণতি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক।

খুব কাছ থেকে দেখা এক ছাত্রের আবেগ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে দীপঙ্কর রায় বলেন, 'আমি মাঝে মাঝেই মাস্টারমশাইয়ের কাছে যাই, যেতে হয়। তাতে আমি দেখেছি, উনি কথা বলেন কম, শোনেন বেশি। চোখে আমি দেখতে পাইনা, তবে ওনার কণ্ঠে আর হাতের স্পর্শে পাই আবেগ-ভালবাসার উত্তাপ। ছাত্রদের কাছে যথার্থই উনি শিক্ষক হিসাবে একজন জীবন্ত জাগ্রত মানুষ। কত বিষয়ে যে ওঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে তা জানার উপায়ই প্রায় নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বে উনি বিপ্লবী আন্দোলনে বিশ্বাসী অনুশীলন গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বাহ্যিক আড়ম্বরের পরিবর্তে গভীরতার নিদর্শনই আমি পেয়েছি শ্রদ্ধেয় সুশীল মুখার্জীর চরিত্রে।'

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সমর বাগচী বলেন, 'সুশীলবাবু অবসর বলে কিছু নেননি, যখন যেখানে সঙ্কট দেখেছেন, অন্যায় দেখেছেন, তখনই সক্রিয় হয়েছেন তাকে প্রতিহত করতে। আজকের তরুণ সমাজকে বর্তমান সময়ের সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য সুশীলবাবুর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সেই অর্থে এ আই ডি এস ও'র আজকের প্রচেষ্টাকে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস বলেই মনে করি।'

অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন, ''শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে সুশীল মুখার্জীর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একদিকে প্রাথমিকে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলন, অপরদিকে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ' গঠন করে বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষা এবং তারই সাথে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম অনুপ্রেরণাময় দৃষ্টান্ত তো নিশ্চয়ই।' তিনি আরও বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন যে, তিনি অর্থাৎ সুশীলবাবু 'দলদাস' ছিলেন না। বাস্তবিকই এক ধরনের পাণ্ডিত্য যার ওজন আছে, আর এক ধরনের পাণ্ডিত্য আছে যে দীপ্তি দেয়। সুশীলবাবুর পাণ্ডিত্য সেই দীপ্তি ছড়াচ্ছে।'' রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর লিখিত বার্তায় সুশীল কুমার মুখার্জীকে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্বাধীনচিত্ত উপাচার্য' বলে অভিহিত করেছেন।

অধ্যাপক নিরঞ্জন প্রধান বলেন, 'স্বাদেশিকতার টানে সুশীলবাবু তাঁর শিক্ষকের আহ্বানে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ভার নিয়েছেন শিক্ষকতার এবং একটা অনুসরণীয় চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন। যাঁরা এই সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন তাঁদের অভিনন্দন জানাই।'

বিশিষ্ট জননেতা মানিক মুখার্জী বলেন, 'ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জীর সংবর্ধনা সভায় একটা কথা নিশ্চয়ই বলব যে, উনি ডিগ্রি নিয়েছেন

পাঁচের পাতায় দেখুন

ইকোটুরিজম্ ! মৎস্যজীবীরা বিপন্ন

সুন্দরবনের যে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ নদীতে মাছ ধরে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছে, তারা আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। এ রাজ্যের সি পি এম ফ্রন্ট-সরকার 'ইকোটুরিজম্'-এর নামে ৯০০০ বর্গ কিমি এলাকা 'সাহারা ইণ্ডিয়া'র হাতে তুলে দিচ্ছে। মাতলা নদী সহ সমস্ত উপনদী, শাখানদী জুড়ে তৈরি করা হবে ভাসমান শহর, সাত তারা হোটেল, অডিটোরিয়াম, বাজার, খেলাধূলার ব্যবস্থা, সুইমিং পুল, প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের নানা উপকরণ। শুধু সাহারা ইণ্ডিয়া নয় এখন শোনা যাচ্ছে টাটা গোষ্ঠী এমনকি অস্ট্রেলিয়ার এক কোম্পানিও এই এলাকায় এই ধরনের ব্যবসায় ঢুকবে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করার দায়িত্বও নাকি এদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবীর রুটি-রুজির সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিতেই খোলা বাজারের ফলে মাছ ধরার ক্ষেত্রেও দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের আধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত মাছ ধরার উপকরণ ও প্রক্রিয়ার কাছে প্রতিযোগিতায় পিছু হঠছে সাধারণ মৎস্যজীবীরা। তার উপর নদী বা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাতায়াতের পথে রয়েছে জলদস্যুদের আক্রমণ, সর্বস্ব লুট হয়ে যাওয়া, আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি, বনরক্ষী ও কোষ্টগার্ডদের অত্যাচার।

ইকোটুরিজমের নামে সুন্দরবনের বিস্তৃত এলাকার আধিপত্য বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হাতে চলে গেলে বেকার সমস্যার যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমি জায়গা হারাবে, বাস্তুচ্যুত হবে। নষ্ট হবে প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রসার ঘটবে নোংরা ইয়াংকি কালচারের। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মৎস্যজীবীদের জীবনে এই ভয়াবহ সঙ্কটের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিসারমেন অ্যাসোশিয়েশন ২৬ ডিসেম্বর বেলা ১০টায় কলকাতা মৌলালি যুবকেন্দ্রে মৎস্যজীবীদের একটি কনভেনশনের আয়োজন করে। প্রবীণ মৎস্যজীবী ভজহরি দাস কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সহসভাপতি বিমল জানা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়কৃষ্ণ হালদার, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, প্রযুক্তি ও পরিবেশবিদ চির দত্ত, ভূতত্ত্ববিদ গৌরীশঙ্কর ঘটক, বিশিষ্ট গবেষক ও ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির অন্যতম সহসম্পাদক শুভাশিস মাইতি, নীলরতন হালদার, প্রভাত মণ্ডল, বিকাশ দাস প্রমুখ মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। অসুস্থতার জন্য আসতে না পেরে কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীলকুমার মুখার্জী।

কনভেনশনে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় এই ভয়াবহ আক্রমণ প্রতিরোধে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে এলাকায় এলাকায় কনভেনশন করে সংগ্রাম কমিটি গঠন, স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহ, মৎস্যজীবীদের সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন, আইন অমান্য প্রভৃতি কর্মসূচি নেওয়া হবে, প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে মাছধরা ও মাছ বেচা-কেনা বন্ধ করা হবে।

হাসপাতালের দুর্নীতির প্রতিবাদে ডেপুটেশন

২রা জানুয়ারি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমা শাসকের অফিসে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। মুখ্য দাবিগুলি ছিল — হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালের রক্ত কেলেঙ্কারির বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নন্দীগ্রাম হাসপাতালের বি এম এইচ ও-র দুর্নীতির তদন্ত ও তার অপসারণ এবং সমস্ত হাসপাতালে সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা।

ঐদিন বিকাল ৩টা নাগাদ দুর্গাচক সুপার মার্কেট থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল মহকুমা শাসকের অফিসের দিকে যাত্রা করে। অফিসের সামনে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন হলদিয়া মহকুমা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সহসভাপতি শুভেন্দু শেখর দাস, সদস্য তপন মাইতি এবং আরও অনেকে। জমায়েত থেকে সহসভাপতি নন্দ পাত্র, সম্পাদক শ্রীকেশ প্রামানিক এবং সহসভাপতি প্রফুল্ল মাইতির নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি হলদিয়া মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

ঢালাও মদের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ

মদের ঢালাও লাইসেন্স ও সর্বত্র প্রকাশ্যে মদ বিক্রির সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, সমস্ত কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের উপযুক্ত কাজ, উত্তরবঙ্গের সমস্ত চা-বাগান খোলা এবং বাগান না খোলা পর্যন্ত শ্রমিকদের জীবনধারণের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা, কৃষিপণ্য ও বনজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শ্রমনির্ভর শিল্পস্থাপন এবং অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ প্রভৃতি দাবি নিয়ে যুবক-যুবতীরা গত ২৬ ডিসেম্বর ডি ওয়াই ও'র নেতৃত্বে জলপাইগুড়ি শহরের স্টেশন চত্বরে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ সভা করে এবং সেখানে মদের বোতলের প্রতিরূপ পোড়ানো হয়। প্রতিরূপে অগ্নিসংযোগ করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গদাই চন্দ্র রায়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও'র জেলা সভাপতি কমরেড জীবন সরকার, সম্পাদক কমরেড বিজয় লোধ প্রমুখ।

টি বি হাসপাতাল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদ

যাদবপুরের কে এস রায় টি বি হাসপাতালকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে সেখানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ২ জানুয়ারি যাদবপুর 'কে এস রায় টি বি হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি'র উদ্যোগে, হাসপাতাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী সহ জনসাধারণের টাকায় গড়ে ওঠা ২০০ বিঘা জমির উপর ৭০০ বেডের এশিয়ার অন্যতম শতাব্দী প্রাচীন টি বি হাসপাতালকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে ৩০০ বেডের মুনাফাভিত্তিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ডঃ কিশোরশঙ্কর রায়, অমিয়শঙ্কর চৌধুরী, শ্যামল গুহ মজুমদার, ডাঃ অশোক সামন্ত সহ আরো অনেকে।

আবার ভাড়াবৃদ্ধির পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি

একের পাতার পর

বাড়ানোর জন্য। পরিবহন মন্ত্রী আরও বলেছিলেন — বাসভাড়া যখন বাড়ানো হয় তখন তেলের দামবৃদ্ধির তুলনায় বেশি হারে বাড়ানো হয়, যাতে কয়েক ধাপ তেলের দামবৃদ্ধি হলেও ঘন ঘন বাসের ভাড়া না বাড়াতে হয়।

এপ্রিলে ভাড়াবৃদ্ধির পর বেহাল বাসের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যবস্থা হয়নি। অথচ তার জন্য পরিবহন মন্ত্রীর কল্যাণে বাড়তি ৯ শতাংশ বাসভাড়া উপরি লাভ হিসাবে মালিকরা জনসাধারণের পকেট কেটেই পেয়ে চলেছে। তাছাড়া পরিবহন মন্ত্রী ভবিষ্যতে কয়েক ধাপ তেলের দামবৃদ্ধির আগাম হিসাব করে বাড়তি যে ভাড়া স্থির করে দিয়েছেন তার লাভটাও মালিকরা পাচ্ছে। ফলে মাত্র ৪৮ পয়সা তেলের দামবৃদ্ধির ফলে মালিকরা বড়জোর যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের এবং আগাম তেলের দামবৃদ্ধির নামে যে উপরিলাভ করে চলেছে তা সামান্য কিছুটা কমতে পারে মাত্র। লোকসান হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। পরিবহন মন্ত্রী এসব হিসাব খুব ভাল করেই জানেন। তবু ভাড়াবৃদ্ধির কথা বলছেন কারণ তিনি দেখছেন জনসাধারণকে ঠকিয়ে বাস মালিকদের আরও কতটা লাভ পাইয়ে দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে তিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মালিকরাই তো সিপিএম ফ্রন্ট সরকারকে ২৬ বছর ক্ষমতায় রেখেছে। দলের রাজকীয় খরচ, নির্বাচনের খরচ, গাড়ি বাড়ির খরচ মালিকরাই দিচ্ছে। মালিকদেরও সুযোগ মতো পাইয়ে দিতে হবে। তাছাড়া তাদের সুবিধা হচ্ছে সাধারণ জনগণ তেলের দামের বাড়া-কমার অত হিসাব রাখে না। মন্ত্রীর যুক্তি — একমাসে দু'বার তেলের দাম ২ টাকা বেড়েছে। অথচ পরিবহনমন্ত্রী একথা বলেননি ২০০৩ সালে এপ্রিলে ভাড়া বাড়ানোর সময় ২৩·৫১ টাকা থেকে তেলের দাম কমতে কমতে ২০·৪৭ টাকায় নামে। এরপর বাড়লেও ৩১-১২-০৩ পর্যন্ত ২২.৯৪ টাকা ছিল, ২৩·৫১ টাকাও দাম হয়নি। তাই মাত্র ৪৮ পয়সা তেলের দামবৃদ্ধির জন্য ভাড়া বাড়ানোর দাবি করা অযৌক্তিক শুধু নয়, অন্যায়ও।

ডিজেলের লিটার প্রতি দামের বাড়াকমা

১৫-৩-০৩	—	২৩·৫১ টাকা
১৫-৪-০৩	—	২২·৫২ টাকা
২৬-৪-০৩	—	২১·৫১ টাকা
১৫-৫-০৩	—	২০·৫৭ টাকা
৩০-৫-০৩	—	২০·৪৭ টাকা
১৫-৭-০৩	—	২১·৩৯ টাকা
১-৯-০৩	—	২২·৫৩ টাকা
১৬-১০-০৩	—	২১·৯০ টাকা
১৬-১২-০৩	—	২২·৯৪ টাকা
১-১-০৪	—	২৩·৯৯ টাকা

গত বছর যে তারিখে বাসভাড়া বাড়ানো হয়	প্রথম স্টেজে ভাড়ার হার	ডিজেলের দাম লিটার প্রতি
১-৪-০৩	৪ কিমি — ৩·০০ টাকা	২৩·৫১ টাকা
৭-৬-০৩	২ কিমি — ২·৫০ টাকা	২০·৪৭ টাকা
	৪ কিমি — ৩·০০ টাকা	
	স্টেজে ২৫ পয়সা ভাড়া কমানো হয়।	
১০-১০-০৩	৪ কিমি — ৩·০০ টাকা	২২·৫৩ টাকা
	এখন ভাড়া বাড়ানোর	
	আবার দাবি উঠছে	২৩·৯৯ টাকা

‘‘দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি এক বিরাট সম্পদ’’

তিনের পাতার পর

পাণ্ডিত্যের জন্য নয় — ওঁর বিজ্ঞান সাধনা দেশের যথার্থ উন্নয়নের জন্য, শোষিত মানুষের জন্য। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বিজ্ঞানকে যেভাবে পুঁজিবাদী মুনাফার কবজায় রেখে দিয়েছে, তাতে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। এসবের বিরুদ্ধে উনি নিয়েছেন অগ্রণী ভূমিকা। মানপত্রে ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ায় ওঁর যে ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে তা যথার্থই অনুপ্রেরণার বিষয়। এদেশের মনীষীদের জীবনচর্চার কার্যকরী আন্দোলনে তিনি আমাদের উৎসাহিত করেছেন সক্রিয় উপস্থিতি দিয়ে। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আমরা যে মনীষীচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করি তা সুশীলবাবুকে আমাদের কাছে টেনে এনেছে। আজ বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে বলতেন, ‘হ্যাঁ, এমন শিক্ষকই আমি চেয়েছিলাম’। তিনি বলেন, কোনও বিষয়ে মতপার্থক্য হলেই আজকাল সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সুশীলবাবুর সাথে পরিচয়ের শুরুতে আমার মতপার্থক্য ঘটেছিল, কিন্তু তাতে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বস্তুত ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি এক বিরাট সম্পদ। সুশীলবাবুর লেখা পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের পাঠ করতে হয়, করতে হবেও। আমরা কিন্তু তাঁর জীবন পাঠ করেছি, শিক্ষা নিয়েছি। ছাত্রদেরও বলব, সুশীল মুখার্জীর জীবনটাও পাঠ কর, শিক্ষা নাও।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে এ আই ডি এস ও’র পক্ষ থেকে ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জীর বিভিন্ন লেখা এবং ভাষণের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়।

সকলেই গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক — মানবতাবাদী মূল্যবোধের উত্তাপকে আজও যিনি বহন করে চলেছেন জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে — তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য। স্বভাবসুলভভাবেই তিনি বললেন কয়েকটিমাত্র কথা। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে তাঁর অভিভাষণ খুবই সহজ-সরল, কিন্তু মর্মস্পর্শী। প্রতিটি কথার সাথে মানবতাবাদী মূল্যবোধের প্রাণস্পর্শকে সহজেই অনুভব করা যায়। হলের মধ্যে বাইরে সমবেত প্রতিটি মানুষকেই তা স্পর্শ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতেই আমরা মানবতাবাদী মহৎ চরিত্রের চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছি। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দল বা তার গণসংগঠনের উপরই জীবনের প্রান্তবেলায় গভীর আস্থা এবং বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে সুশীলবাবুর অভিভাষণে। তাঁর আস্থা, বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা হলের সমবেত সকলকেই নাড়া দিয়েছে গভীরভাবে — অনুপ্রাণিত করেছে। সবশেষে যখন সভাপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে হলের মধ্যে উপস্থিত সকল মানুষ একযোগে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জীকে তখন যথার্থই মনে পড়ল অগ্নিযুগের প্রয়াত বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তর স্মরণসভায় সুশীলবাবুর বক্তব্য — ‘মহৎ জীবনের সাধনাকে উপলব্ধি করেই আজ আমরা বাঁচতে পারি।’

শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে দেশের জন্য কিছু করব এটাই ছিল জীবনের লক্ষ্য

সংবর্ধনা সভায় ড. সুশীল কুমার মুখার্জী

আমি ঠিক জানিনা আজকের এই সভায় আমি কী বলব। আপনাদের সকলের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা অনেক কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আমার কেবল মনে হচ্ছিল আমি কী সেই সুশীল মুখার্জী! আমার সম্পর্কে এত কথা তো আমার জানা ছিল না। আপনাদের কথার মধ্য দিয়ে আমি আমাকে চিনবার চেষ্টা করছি। ভাবছিলাম, যেমন ওঁরা বলেছেন, আমি সত্যিই যদি তেমন হতে পারতাম, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আপনাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছায় আমি অভিভূত। বোধহয় যেকোন লোকই অভিভূত হতে বাধ্য। এবং স্বীকার করছি বিব্রতও বটে। কীভাবে আজকে আমি আমার নিজের কথা আপনাদের কাছে বলব।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা ভাবিনি কোনদিন। আমাদের ছোটবেলায়, আমাদের কুলগাদি গ্রাম বরিশালে, অধুনা বাংলাদেশ — সেখানে স্কুলে পড়তাম। আমার সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন প্রথমে আমার পিতৃদেব, তারপরে যে বিদ্যালয়ে পড়তাম তার শিক্ষকরা। তাঁদের মধ্যে যেন নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতাম। তাঁরা কতখানি বড় পণ্ডিত ছিলেন জানিনা, সেটা ভাববার মতো আমার সামর্থ্য ছিলনা, ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে স্নেহ ভালবাসা ছিল, শুধু তাই নয়, আমাদের মানুষ করে গড়বার যে চেষ্টা ছিল, সেটা আমায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, আমি ভেবে নিয়েছিলাম — শিক্ষক হব। এবং আমার জীবনে কয়েকবার শিক্ষকতা ছাড়াও, অন্য জায়গায় মর্যাদা সহকারে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি ছেড়ে এসেছি। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল যে, শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে যদি আমরা দেশকে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে সত্যিকারের কাজ হবে। আমার ছাত্রজীবনের শিক্ষকদের মধ্যে, যাকে আমরা বলি রোল মডেল, তা খুঁজে পেয়েছিলাম। আজও তাঁরা যেন আমার কাছে প্রত্যক্ষ। তাঁদের সব কথা আমার মনে আছে, সেকথা আমি স্মরণ করি। কাজেই শিক্ষকতা করেই জীবন কাটাব — এই ছিল আমার জীবনের লক্ষ্য।

আবার এও দেখেছি, তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা যোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন। স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁরা এসে আমাদের বলতেন। তাঁদের অনেককে দেখেছি, অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন, তাঁরা শিক্ষিত সকলেই। আমরা সব কথা বুঝতাম না, কিন্তু মনের মধ্যে উদ্বেল ভাব আসত যে, আমিও কেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান না করি।

তখনকার দিনে বরিশাল জেলার প্রখ্যাত মানুষ অশ্বিনীকুমার দত্তের নাম আপনারা সকলেই জানেন। তাঁর কথা আমরা শুনেছি। শুনে আমার মনে হয়েছে — এই তো জীবন। তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আবার আর একদিকে ছিলেন সতীন সেন। শেষপর্যন্ত তাঁর জীবনাবসান হয়েছে বাংলাদেশেই। তিনি জেলে ছিলেন, সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর কথাও শুনেছি। সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে তাঁর মনোভাব ছিল। এই মনের দোলার মধ্যে আমরা কাটিয়েছি। কিন্তু মনে হয়েছে, শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে যদি মানুষের কিছু করতে পারি, সেইটেই সবচেয়ে বড় কাজ হবে।

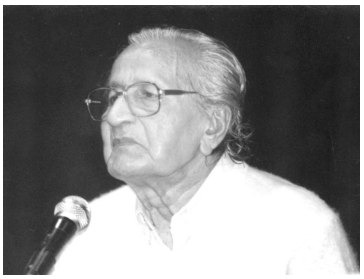

অশ্বিনীকুমার দত্তও মনে করতেন, শিক্ষাই আমাদের প্রথম প্রয়োজন। তিনি, তাঁর বাবার নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। খুব নাম করেছিল সেই কলেজ। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন। মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তিনি শিক্ষাকে আমাদের প্রথম প্রস্তুতিপর্বে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য শিক্ষার দিকে আমার দৃষ্টি ছিল প্রখর।

একটা কথা বলে রাখি। আপনারা সকলেই বলেছেন, আমি অনেক কিছু করেছি, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। সকলে করেছেন, আমি তার মধ্যে একজন। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কাজের মাধ্যমে আমি অনেককে পেয়েছি। আজ যে শ্রোতৃবর্গ এখানে আছেন, তাদের সবাইয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও, তাদেরকে আমি জানি। এইরকম একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকা ভাগ্যের কথা। আমি সেইদিক থেকে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

এখানে বারবার ‘আমি আমি’ বলতে হচ্ছে, আমার লজ্জা করে। আমি সব নই। এখানে যাঁরা আছেন, এঁরাই আমাকে পরিচালনা করেছেন। আমি যা করেছি বলে আপনারা মনে করেন, তার কোনটাই আমার একার কাজ নয়। না, সেই ক্রেডিট আমি নিতে চাইনা, নেওয়া ঠিকও হবেনা। সবই সকলের কাজ, সকলে একসঙ্গে না করলে হত না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিকে আমরা অনেক উন্নত মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। স্বাধীনতা উত্তরকালে আমরা দেখেছি, এরও অবনমন ঘটেছে। তার বহু উদাহরণ আপনারা বিলক্ষণ জানেন, বাড়িয়ে কিছু বলার নেই।

আমার মনে হয়েছে, এই অবনমন থেকে রক্ষা করতে না পারলে আমরা বোধহয় মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারব না। এদের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে। আমি অনেক সময় ভাবি, এই বিরোধিতার বোধহয় একটা প্রয়োজন ছিল। যদি অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা সংগ্রাম না করতাম তবে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের উন্মেষ, চরিত্রের গঠন সম্ভব হত না।

এলাম যখন প্রথম কলকাতায় অনেক বামপন্থী বন্ধু-বান্ধবের সাথে পরিচয় হয়। আমার মনে আছে, মার্কসের দাস-ক্যাপিটাল আমি সে সময় মূল জার্মান ভাষায় পড়েছিলাম, আমি তখন জার্মান ভাষা মোটামুটি ভালভাবে জানতাম। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে যায়। কত বড় মহৎ মানুষ ছিলেন মার্কস। অথচ, আজকে যারা মার্কসবাদী বলে পরিচিত, তারা মার্কসবাদ থেকে অনেক দূরে, তারা আদৌ মার্কসবাদী নয়। বরং আমার মনে হয়, রাজনৈতিক দল যতগুলো আমাদের দেশে আছে, তার মধ্যে, আমি স্বীকার করব, আমি এস ইউ সি আই-এর মতো রাজনৈতিক দল দেখিনি। তারা কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হতে চায় না, মানুষের জন্য মানুষের মতো বেঁচে থাকবার অধিকার অর্জন করতে চায়। সেইজন্য এই দলকে আমার ভালো লেগেছে। এবং আমি তাদের জন্য আমার জীবন দিতেও অস্বীকার করিনা।

স্বাধীনতা পরবর্তীযুগে যে অবনমন ঘটেছে, তাকে রোধ করতে হবে আমাদের। তাছাড়া উপায় নেই। রাজনৈতিক দল, যাঁরা ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করে, তাদের কার্যকলাপ আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুর্নীতির চূড়ান্ত, মনুষ্যত্ব বিসর্জিত। তারা কিন্তু সত্যিকারের মানুষ তৈরি করতে পারে না, পারছেও না। আমাদেরই এই অবনমন রোধ করতে হবে। এবং আপনারাই হচ্ছেন, আমার মনে হয়, একমাত্র সংগঠিত দল, যারা একাজে ব্রতী হতে পারেন এবং একদিন কৃতকার্যতার দিকে এগিয়ে যেতে পারেন।

আজ এই বৃদ্ধ বয়সে আপনাদের সামনে যে আসতে পেরেছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করেছেন, সম্মাননা দান করেছেন, তার জন্য আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের ভালবাসা পেয়েছি, সহায়তা পেয়েছি, শুভেচ্ছা পেয়েছি। আপনারা আমাকে সবদিক থেকে বড় করেছেন। সেইজন্য আজকের এই অনুষ্ঠান, যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন স্মৃতিপটে জাগরিত থাকবে। আমি এস ইউ সি আই-এর যিনি মন্ত্রদাতা, শিবদাস ঘোষ মহাশয়, তাঁর লেখা পড়েছি। আমি সেখানে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আবেদন পেয়েছি, যার জন্য আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, আমি এস ইউ সি আই-এর সঙ্গে গাঁটবন্ধনে জড়িত হয়ে পড়েছি। এ যেন আমার জীবন থেকে চলে না যায়, তাহলে সে দুঃখ আমার কোনদিন যাবেনা।

আমাকে অনেক উপহার দিয়েছেন আপনারা। তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আমার জন্য আপনাদের সমবেদনা, ভালাবাসা ও শুভেচ্ছা। আমি যেন আপনাদের কাজের সঙ্গী হতে পারি। আপনাদের কোনরকম দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে পিছপা না হই। আমার মনটা যেন সর্বদা আপনাদের জন্য প্রস্তুত থাকে। আপনাদের প্রতি আবার আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ বন্ধের দাবিতে

বাঁকুড়ায় অবস্থান বিক্ষোভ

বাঁকুড়া জেলা স্পঞ্জ আয়রন কারখানা দূষণ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে ২৯ ডিসেম্বর বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা মোড়ে বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত দূষণ প্রতিরোধের দাবিতে গণঅবস্থান হয়। ডাক্তার, শিক্ষক সহ বিভিন্ন পেশার কয়েকশ' মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন।

বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিবেশ গবেষক, বাঁকুড়া উন্নয়নী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান ডঃ তন্ময় দাস দূষণের নানা ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরেন। রামশঙ্কর চক্রবর্তী, তারকনাথ পাখিরা, স্বপন গরাই, এস পি চক্রবর্তী, হরিদাস ব্যানার্জী, বিদ্যুৎ শীট সহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

মালিকদের ৬০ কোটি, চাকরি ৬০ জনের

বক্তারা বলেন — এই কারখানায় মাত্র ৬০ জনের চাকরি হবে। এজন্যে মালিককে রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ এবং ৬০ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে। এছাড়াও জলাভাবে জর্জরিত এই জেলার ভূগর্ভ থেকে দৈনিক ২৭ লক্ষ লিটার জল, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও ৫ বছর কর মকুবের সুবিধা দেওয়া হবে। শ্রমিকদের দিনে ৪৮.০০ টাকা থেকে ৬০.০০ টাকা মজুরি দেওয়া হবে। যেমন বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্ণার মুখ দিয়ে যে জল পড়ে তা ধরে বোতল বন্দী করে একশ শতাংশ ন্যাচারাল মিনারেল ওয়াটার লেভেল লাগিয়ে বেনফেড কোম্পানির নামে বাজারে ১৫ টাকা বোতল দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এখানে শ্রমিক কাজ করে অল্প কয়েকজন।

সি পি এম তৃণমূলের দ্বিচারিতা

এইসব কারখানার দূষণ নিয়ে সি পি এম এবং তৃণমূল কংগ্রেস অদ্ভুত দ্বিচারিতা করে চলেছে। পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া ও সাঁতুড়িতে সি পি এম 'স্পঞ্জ আয়রন কারখানা হঠাও, মানুষ বাঁচাও' শ্লোগান তুলছে, আর সি পি এম-এর বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অমিয় পাত্র অন্যত্র এই ধরনের কারখানা উদ্বোধন করছেন। মালিপাড়ায় স্পঞ্জ আয়রন কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোক্তা তৃণমূল কংগ্রেস, আর পরিবেশ দূষণের কারণে তার বিরোধিতা করছে সি পি এম। অন্যদিকে বড়জোড়ার জুনবেদিয়ায় এই কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোক্তা সি পি এম, বিরোধিতা করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বক্তারা আরও বলেন — যে সরকার টাকা নেই বলে গরিব মানুষের গরু-ছাগল-মুরগি-সাইকেলে ট্যাক্স বসাচ্ছে, সেই সরকার এই জেলার ৮টি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা গড়তে মালিকদের ৪৮০ কোটি টাকা ভরতুকি দিচ্ছে। এইভাবে মালিক তোষণ করে মানুষের উপর নানা ট্যাক্স নিচ্ছে, আবার মরার পর শ্মশানে বা কবরস্থানেও ট্যাক্স নেওয়ার ফতোয়া জারি করেছে।

এই বিক্ষোভ অবস্থান থেকে ঘোষণা করা হয় যেখানে এই ধরনের কারখানা গড়ে উঠছে, সেই এলাকায় শুধু নয় জেলা জুড়ে দূষণের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

হাওড়ায় এম এস এস সম্মেলন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের হাওড়া জেলা সম্মেলন গত ১৪ ডিসেম্বর যোগেশ চন্দ্র গার্লস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পণপ্রথা, বধূ নির্যাতন, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি এবং ঢালাও মদের লাইসেন্স-এর প্রতিবাদে ও নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা সম্মেলনে আলোচিত হয়।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা কমরেড লেখা রায় বর্তমান সামাজিক সমস্যা সমাধানে ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রুখতে নারী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই সম্মেলন শেষে কমরেড মঞ্জু দলপতিকে সভানেত্রী এবং কমরেড পুতুল চৌধুরীকে জেলা সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ১৯ জনের হাওড়া জেলা কমিটি গঠিত হয়।

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আবেদন

একের পাতার পর

লিপ্ত হয়েছিল, তেমনি বিজেপি, কংগ্রেসের পথেই সিপিএম-ও আজকের দিনের গণআন্দোলনের নৈতিক বল একইভাবে খতম করছে।

ইতিমধ্যে বন্যা-খরা-দেনায় বিপর্যস্ত হয়ে এবং বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও হাসপাতালের চার্জ ও শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি প্রভৃতিতে জর্জরিত হয়ে গ্রামীণ জনগণ ভিটে-মাটি-জমিচ্যুত হয়ে পথের ভিখারি হয়ে কাতারে কাতারে শহরে ছুটছে, শহরেও কোন কাজ নেই। এই দুরবস্থায় অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় কত মানুষ মারা যাচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণায় কতজন পাগল হচ্ছে, সপরিবারে আত্মহত্যা করছে, সন্তান বিক্রি করছে, অনাহারী সন্তানের মুখে খাদ্য যোগাবার জন্য কত অসহায় মা দেহ বিক্রি করতে পর্যন্ত বাধ্য হচ্ছে ! এ অবস্থায় এই খাজনা ও ট্যাক্সবৃদ্ধির আক্রমণ আরও কত ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে ! এসব নিয়ে ভাববার কে আছে? বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূলদের তো একমাত্র ভাবনা দেশি-বিদেশি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠনের স্বার্থ রক্ষা করে ওদের দয়ায় কে আরও কতদিন মন্ত্রীত্বের গদি আঁকড়ে থাকতে পারবে, বা কে কাকে কবে কীভাবে হটিয়ে গদি দখল করতে পারবে। ১৯৭৩ সালের যে আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত ট্যাক্স এবার বাড়ানো হচ্ছে, সেই আইন কংগ্রেস আমলেই হয়েছিল, আর তখন বর্তমান তৃণমূল নেত্রী ও নেতারা কংগ্রেসেই ছিলেন। ফলে তাদের বিরুদ্ধতা করার কোন নৈতিক অধিকার আছে কি ? আবার সিপিএম চাইলেই এই আইন বাতিল করতে পারত, কিন্তু তা না করে সেই আইনকে জনগণের বিরুদ্ধেই কাজে লাগাচ্ছে। এ দলগুলো অপজিসনে থেকে যখন আন্দোলন বা বন্‌ধের কথা বলে তখনও জনগণের স্বার্থে নয়, ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখেই করে।

এ অবস্থায় মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই দলই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনগণের নানা দাবিতে একের পর এক আন্দোলন করে যাচ্ছে। এই আন্দোলনে ইতিমধ্যে দলের শতাধিক কর্মী পুলিশের গুলিতে ও সিপিএম ঘাতকদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে, কয়েক শত কর্মী আহত হয়েছে ও কারারুদ্ধ হয়ে আছে। ইতিপূর্বে আন্দোলনের ফলে প্রাথমিকে ইংরাজি পুনঃপ্রবর্তন, বিদ্যুতের মাশুল-হাসপাতালের চার্জ-বাসভাড়া-ছাত্রদের ফি কয়েক দফা কিছু কমানো গেছে, শ্রমিক-কৃষক ও খেতমজুরদের কিছু কিছু দাবি আদায় করা গেছে। এবারও গ্রামের চাষী ও খেতমজুরদের উপর যে আক্রমণ চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের দল আন্দোলন শুরু করেছে। এই আন্দোলনেরই অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে গত ২৩ ডিসেম্বর জেলায় জেলায় ডিএম অফিস ঘেরাও এবং বিক্ষোভ করা হয়েছে। জানুয়ারি মাসে পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে ব্যাপক বিক্ষোভ হবে এবং দাবিপত্রে এক কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মহামিছিল হবে। দাবি না মানলে এরপরও আন্দোলন চলতে থাকবে। আজ গরিব মানুষের সামনে দুটি পথ আছে, এক হচ্ছে সব অত্যাচার-জুলুম মেনে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মরা, আর না হয় মনুষ্যত্বের তেজ নিয়ে মাথা তুলে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। এই লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য চাই সকল গ্রামে ও পাড়ায় অসংখ্য গণকমিটি গঠন, যে কমিটি আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামাবে, বুদ্ধি-পরামর্শ-মতামত দেবে এবং প্রোগ্রাম কার্যকর করবে। চাই সৎ, সাহসী যুবকদের নিয়ে বিশাল ভলান্টিয়ার বাহিনী, যারা বীরের মত লড়াই করে যাবে। আর চাই সংগ্রামী তহবিলে ব্যাপক সাহায্য সংগ্রহ।

আপনাদের কাছে আবেদন, আমাদের কর্মীরা পৌঁছাতে পারুক আর না পারুক, আপনারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গণকমিটি গঠন, ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে আন্দোলনের কর্মসূচিগুলিতে অংশ নিন এবং বর্ধিত খাজনা ও ট্যাক্স বয়কটের প্রস্তুতি নিন।

রাজ্য সরকারের চাপানো বিপুল করের বোঝা

বিষয়	আগে যা ছিল (টাকা/বছরে)	বর্তমানে যা হয়েছে (টাকা/বছরে)
ক) পঞ্চায়েতি ট্যাক্স		
১। বাইসাইকেল (বাণিজ্যিক কাজে)	কর ছিল না	৫
২। রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, গরু/মহিষ/ঘোড়ার গাড়ি (রবারের টায়ারবিহীন)	ঐ	২৪
ঐ (রবারের টায়ার)	ঐ	১২
৩। ট্র্যাক্টর (ট্রেলার সহ, কৃষি ছাড়া অন্য কাজে)	ঐ	২৫০
৪। মাছ/মুরগি চাষ, ধানকল, বরফ কল, করাত কল	ঐ	২৫০
৫। টেলিফোন বুথ/ জেরক্স কেন্দ্র	ঐ	১০০
৬। গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা (পঞ্চায়েত বা সরকারি জমিতে চরালে)	ঐ	১৪৪
৭। ছাগল, ভেড়া, বাছুর (পঞ্চায়েত বা সরকারি জমিতে চরালে)	ঐ	৭২
৮। মৃতদেহ সৎকারের জন্য কবরখানা ও শ্মশানের কর	ঐ	৫০
৯। পোষা কুকুর, পাখি ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু	ঐ	১০
খ) খাজনা — কে এম ডি এ এলাকার জন্য		
১০। বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত (প্রতি একর)	৪০০	১৭,৫০০
১১। অ-বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত (প্রতি একর)	৩০০	৩,৫০০
গ) খাজনা — এক লক্ষের উপর বাসিন্দা রয়েছে এমন পৌরসভার ক্ষেত্রে		
১২। বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত (প্রতি একর)	৪০০	৭,৫০০
১৩। অ-বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত (প্রতি একর)	৩০০	১,৫০০
ঘ) খাজনা — পঞ্চায়েতি এলাকায়		
১৪। বাণিজ্যিক ফসলের জন্য ব্যবহৃত জমির খাজনা ও সেস (প্রতি একর)	৫	৭৪৪

বিষয়	আগে যা ছিল (টাকা/বছরে)	বর্তমানে যা হয়েছে (টাকা/বছরে)
ঙ) সার্ভিস চার্জ		
১৫। কৃষি জমির মিউটেশন	দরখাস্ত পিছু ৭৫ পঃ	একরে ১০০
১৬। অকৃষি জমির মিউটেশন	ঐ	একরে ২০০
১৭। অ-বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তন	ঐ	একরে ১০০০
১৮। বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তন	ঐ	একরে ২০০০
চ) দ্বিচক্রযানের উপর ধার্য কর		
১৯। ৮০ সি সি পর্যন্ত ইঞ্জিনের ক্ষমতা	৮০০	১৫৬০
২০। ৮০-১০০ সি সি পর্যন্ত ইঞ্জিনের ক্ষমতা	৮০০	৩১২৫
২১। ১০০-১৭০ সি সি পর্যন্ত ইঞ্জিনের ক্ষমতা	১২৫০	৩১২৫
২২। ১৭০-২০০ সি সি পর্যন্ত ইঞ্জিনের ক্ষমতা	১২৫০	৪৬৮৫
২৩। দুই ঘোড়া, পাঁচ ঘোড়া ও ওপরে পাম্প মেসিন (জল বিক্রি করলে)		১৫০, ২০০ ও ৫০০
২৪। যে সব বিক্রেতা, দোকানী বৃত্তি কর দেয় না (দৈনিক)		১
২৫। পঞ্চায়েত পরিচালিত বাজার/হাট-এ বিক্রীত জিনিস ওজন, পরিমাপ ও পরিমাণের উপরে জিনিস পিছু দৈনিক		১০০
২৬। পঞ্চায়েত বিজ্ঞাপিত দেবস্থান, তীর্থস্থান বা মেলায় ১২ বছরের উর্ধ্বে যাত্রীপিছু, জীবজন্তু পিছু, স্টল ছাড়া ও স্টলযুক্ত ব্যবসায়ীদের প্রতিদিন		৫০ পয়সা, ১, ৩, ১০ থেকে ২০
২৭। পঞ্চায়েতের পাকা রাস্তা, ভারী মোরাম রাস্তা বা সেতু দিয়ে সাইকেল, রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, মোটর সাইকেল, স্কুটার, ট্র্যাক্টর (ট্রেলার ছাড়া বা খালি চালালে) প্রতিবারের জন্য		১
২৮। ব্যক্তিগত/সার্বজনীন জমিতে, দেওয়ালে, প্রাচীরে বিজ্ঞাপন বা যে কোন প্রচারের জন্য		২৫০ পর্যন্ত

এছাড়াও যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি সহ অন্যান্য ট্যাক্স আছে।

সঠিক আদর্শ অনুসরণের পথেই ডি এস ও সর্বভারতীয় সংগ্রামী ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছে

৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলের সামনে সভায় ব্যাপক ছাত্র সমাগম হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন ডি এস ও'র প্রাক্তন সংগঠক ও কর্মীদের অনেকেই। সংগঠনের বর্তমান সহ সভাপতি প্রদীপ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় এ আই ডি এস ও কলকাতা জেলা কমিটির পূর্বতন সম্পাদক, আইনজীবী আন্দোলনের নেতা কমরেড ভবেশ গাঙ্গুলি বলেন, আমি প্রতিদিন গর্ববোধ করি এই ভেবে যে, একদিন যে ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা স্টুডেন্টস হল ভরাতে পারতাম না, সেই ডি এস ও আজ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি একটি স্টাডি সার্কেলে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিপ্লব কবে হবে? তিনি বলেছিলেন, বিপ্লব কবে হবে আমি বলতে পারব না, তবে যিনি বিপ্লব চান, তাঁর বিপ্লবী না হয়ে উপায় নেই। পুঁজিবাদকে যদি বুঝতে পারি, চিনতে পারি এবং শোষিত মানুষের যন্ত্রণাকে যদি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি, যদি মনুষ্যত্ব নিয়ে চলতে চাই, তবে বিপ্লবী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কমরেড গাঙ্গুলি বলেন, ডি এস ও'র প্রতিটি আন্দোলনে যথাসাধ্য সহায়তা দিতে আমি আজও সদাপ্রস্তুত।

প্রাক্তন ডি এস ও নেতা, বর্তমানে এস ইউ সি আই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল বলেন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে পাথেয় করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যারা মূল শক্তি, সেই ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর মহাবোধি সোসাইটি হলে এক ছাত্র সম্মেলনে ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন প্রয়াত নেতা, এস ইউ সি আই পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। আজ যাঁরা এখানে বিপুল সংখ্যায় এসেছেন, তাঁদের অনেকেই জানেন না যে, সেদিন এই ছোট্ট হলটি পূর্ণ করা যায়নি। তারপর বহুদিন ধরে বহু লড়াই এই সংগঠন লড়েছে, বহু রক্তাক্ত পথ বেয়ে এগিয়েছে। আজ দেশের প্রবীণ বুদ্ধিজীবী, সমাজের মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষরা এই সংগঠনের দিকে তাকিয়ে আছেন। যাঁরা হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলেন, ভেবেছিলেন ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রীতিলতার দেশে আর কিছু হবে না, তাঁরা ডি এস ও'কে দেখে আবার আশায় বুক বেঁধেছেন। ছাত্রদের এই তেজোদীপ্ত আন্দোলনের মধ্যে তাঁরা আশা ও ভরসা পাচ্ছেন।

তিনি বলেন, আজ যে সঙ্কট, তার মোকাবিলায় ছাত্র ও যুবকদের একটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে হবে। এবং আমরা জানি যত অত্যাচার, আক্রমণ, হত্যালীলা হোক না কেন, মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার অস্ত্রে যদি নিজেদের বলীয়ান করতে পারি তাহলে এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে মোকাবিলা করতে পারব।

সভার মুখ্য বক্তা, এ আই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠাপর্বের অন্যতম সংগঠক, বর্তমানে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন —

এই ঐতিহাসিক দিবসে ডি এস ও'র নতুন সংগ্রামী কর্মীদের সামনে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। খুবই ভাল লাগছে একথা স্মরণ করে যে, পঞ্চাশ বছর আগে আমরা যে সংগঠনটা গড়ার কাজ শুরু করেছিলাম, তা আজ আর ৫-৭ জনের সংগঠন নয়। সেটি এখন পত্রে-পুষ্পে-ফলে প্রস্ফুটিত হয়ে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রসংগঠনের রূপ নিতে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে। এ একটা গভীর অনুভূতির বিষয়। একটা আদর্শবাদের অনুসরণে কৈশোরে যে সংগঠন গড়ে তোলার স্বপ্নে সকল কিছু ভুলে আমরা বিভোর হয়েছিলাম, ৫০ বছরে তা যে বিরাট আকার পেয়েছে, তাতে আনন্দের সীমা থাকছে না, একথাটাই আমি আজকের সমাবেশে প্রথম জানাতে চাই। এই তৃপ্তিবোধ কাজ করছে যে, আমরা যে আদর্শবোধের ভিত্তিতে কাজ শুরু করেছিলাম, সেই আদর্শবোধ, সেই পথনির্দেশ এবং সেই শিক্ষাগুলো সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল বলেই

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

সেই পথেই ২/১টি বাদ দিলে আজ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই ডি এস ও'র বিস্তার ঘটেছে এবং ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, ডি এস ও গঠনের ক্ষেত্রে কলকাতার কালীধন ইনস্টিটিউশন ও আশুতোষ কলেজ একটা বড় জায়গা দখল করে আছে। কালীধন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়েছিলেন কমরেড প্রভাস ঘোষ, যাঁর উপরেই বর্তেছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও পথনির্দেশের ভিত্তিতে ডি এস ও গড়ে তোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব — তিনিই ছিলেন ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রথম সম্পাদক। পরে আমিও কালীধন স্কুলে ভর্তি হই। সেখানে কমরেড প্রভাস ঘোষের সাংগঠনিক উদ্যোগ ও তৎপরতায় যে সাংস্কৃতিক সংস্থা তৈরি হয়, ১৯৫১ সালে আমি তার সাথে যুক্ত হই। তখন এস ইউ সি আই ছাত্র ব্যুরো কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই কমরেড প্রভাস ঘোষের মাধ্যমেই কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তর (বর্তমানে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য) সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে এবং কমরেড প্রভাস ঘোষের তত্ত্বাবধানেই আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে আসি।

দেশভাগের পর যখন সাধারণ মানুষের ও ছাত্রসমাজের সমস্যা-সংকট বৃদ্ধি পেল, আমাদের কিশোর মনে প্রশ্ন দেখা দিল — দেশ তো স্বাধীন হল, কিন্তু ভবিষ্যৎ কী। এই প্রশ্ন আমাদের মনে প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তনের তাড়না সৃষ্টি করেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে এসে আমরা তখন নতুন পথনির্দেশ পেতে শুরু করেছি। সেই পথনির্দেশের ভিত্তিতেই ছাত্রসমাজের মধ্যে নবীন চেতনা, নতুন দেশ গড়ার সঠিক পথ তুলে ধরা এবং সেই পথেই, ছাত্রসমাজের সামনে শিক্ষাসংক্রান্ত, জীবনসংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো তখন দেখা দিচ্ছে — সেগুলো সমাধান করার জন্য ছাত্রসমাজকে সচেতন করা, বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা — এই লক্ষ্য থেকেই একটি সর্বভারতীয় ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার চিন্তা ও চেষ্টা শুরু হয়। সেই চেষ্টার ধারাতেই ১৯৫৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর এই মহাবোধি সোসাইটি হলে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। এর পর ডি এস ও'র পথ চলা শুরু।

কিন্তু যে কথাটা আমি প্রধানত ধরাতে চাই, তা হচ্ছে, সেদিন যদি আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে — দেশ, সমাজ ও জীবন সম্পর্কে একটা সর্বাঙ্গীণ ধারণা না পেতাম, আমরা এই সংগঠন গড়ার কাজ শুরুই করতে পারতাম না। কারণ, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে গৌরবময় অধ্যায় তখন চলছিল, তার সুবাদে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (অবিভক্ত সি পি আই) একটা মর্যাদার জায়গায় ছিল, ঐ দলের ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ব্যাপক প্রভাব ছিল। এই পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের সর্বময় কর্তৃত্ব কার্যত তাদের হাতেই ছিল। তাদের নেতৃত্বের বক্তব্য তত্ত্বগতভাবে ভুল ছিল, কিন্তু সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব তাদেরই ছিল। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও যেমন পিএসইউ, ছাত্র ব্লক প্রভৃতি যথেষ্ট প্রভাব নিয়েই বিরাজ করছিল, ছাত্র পরিষদও ছিল। আমরা ছিলাম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা শক্তি, ছাত্রসমাজের মধ্যে বলতে গেলে কোনও প্রভাবই যার ছিল না। কিন্তু সকল শক্তিকে উপেক্ষা করে, বিপ্লবী স্পর্ধা নিয়ে আমরা যে লড়াই করতে শুরু করলাম, তার পিছনে কাজ করেছে কমরেড শিবদাস ঘোষের সর্বব্যাপক নেতৃত্ব (overwhelming leadership)। শুধু তত্ত্বে নয়, মা যেমন অসীম কষ্ট সহ্য করে নবজাতককে পরম স্নেহে বড় করে তোলেন, তিনি আমাদের চরিত্র গড়ে তোলার জন্য ঠিক সেভাবে অনলস চেষ্টা, মরণপণ সংগ্রাম করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব যদি আমরা না পেতাম, আমরা সেদিন দাঁড়াতেই পারতাম না। এর সঙ্গে কাজ করেছে কমরেড প্রভাস ঘোষের অদম্য নিষ্ঠা ও কর্মস্পৃহা, তীব্র আদর্শবোধ, অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, উদ্যমশীলতা এবং সৃজনশীল পদ্ধতিতে কাজ সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতা, যা আমাদের প্রতিদিন অনুপ্রাণিত করেছে। এই দুটি প্রধান উপাদান ছিল বলেই, আমরা কখনও অনুভব করিনি যে আমাদের সংখ্যা কম।

তিনি বলেন, ডি এস ও'র শুরুর সময় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে আমরা ছাত্রদের সামনে দুটো কথা বলার চেষ্টা করেছি। ছাত্রসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য সঠিক লাইনে আপসহীন লড়াই করার সংগঠন ছাত্র আন্দোলনে নেই। নামে নানা ছাত্র সংগঠন থাকলেও, ছাত্রজীবনের যে মূল সমস্যা, স্বাধীনতার পর শিক্ষার সুযোগ সংকোচন করার যে আক্রমণটা শুরু হল — তার বিরুদ্ধে সঠিক লাইনে আপসহীন লড়াই চালাবার সংগঠন তাদের কোনটাই নয়। এটা বলতে গিয়ে আমরা কেবল শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকিনি। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ সকল দিকের মৌলিক সমস্যাগুলোর কথা তুলেছি এবং এসবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটা আপসহীন সংগ্রামী ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনের কথা বলেছি। দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমরা চেয়েছি, তাহল ছাত্র সমাজের মধ্যে দেশপ্রেমিক মানসিকতার সঞ্চার। আমরা বলেছি, আজকের দিনে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে হলে সর্বহারা বিপ্লবী হতে হবে, প্রকৃত কমিউনিস্ট হতে হবে, সেজন্য সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে পরিচালিত সর্বহারাশ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী পার্টিকে চিনে নিতে হবে এবং সেই পার্টি হচ্ছে এস ইউ সি আই। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, যতটা পেরেছি, ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে যেমন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, একই সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনে, ছাত্র সংগঠনে যাদের মধ্যে সবচেয়ে সংবেদনশীল মন রয়েছে, তাদের কাছে দেশের অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। এভাবেই আমরা অনেককেই সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছি, যারাই পরবর্তীকালে ডি এস ও'র সংগঠক হয়ে এই সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, জীবনের অন্য সমস্ত দিক বর্জন করে বিপ্লবী জীবনকেই সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায়, পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পথেই ডি এস ও'র সংগঠন ক্রমশ বিস্তারলাভ করেছে। এদের মধ্য থেকেই অনেকে এস ইউ সি আই কর্মী-সংগঠক ও নেতায় পরিণত হয়েছে। যেসব ছাত্র সংগঠন সেদিন বিরাট প্রভাব নিয়ে ছিল, আজ দেখছি তারা প্রকৃত অর্থেই নেই। এস এফ আই টিকে আছে বাহুবলের উপরে, আদর্শবাদের উপর নয়, বাকিরা তো নিশ্চিহ্ন।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, একটা পর্যায় শেষ হয়েছে। ডি এস ও'র ৫০ বছর পূর্তির মধ্য দিয়ে দুটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমত, একথা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে যে, ছাত্র সাধারণের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করার একমাত্র শক্তি হচ্ছে এ আই ডি এস ও। দ্বিতীয়ত, এস ইউ সি আই যে একমাত্র আশা — এই মনোভাব জনমনে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছে। একথা আর বিচ্ছিন্ন মানুষের বক্তব্য নয়, সাধারণ মানুষের মুখের কথায় পর্যবসিত হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের ২০টি রাজ্যে এস

আটের পাতায় দেখুন

SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৯ জানুয়ারি, ২০০৪ ৫৬ বর্ষ / ২১ সংখ্যা

উত্তরপ্রদেশ

ডি এস ও'র উদ্যোগে জৌনপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের জৌনপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন গত ২৫ ডিসেম্বর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে বাদলাপুরের সালতানা ইন্টার কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির পূর্বতন সভাপতি ইন্দু শুক্লা এবং এস ইউ সি আই জৌনপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জগদীশ চন্দ্র আস্থানা, এ আই ডি এস ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটির আহ্বায়ক কমরেড পুষ্পেন্দু বিশ্বকর্মা, সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড জুবের রব্বানি।

শিক্ষার বেসরকারীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করতে সম্মেলন থেকে মিথিলেশ মৌর্যকে সম্পাদক এবং ইন্দু শুক্লাকে সভাপতি করে এক শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠাদিবস

সাতের পাতার পর

ইউ সি আই এই অবস্থা অর্জন করেছে।

এখন আগামী ৫০ বছরের কথা ভাবলে — যেটা ভাবাই উচিত — পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করতে হবে। এবং সেভাবেই ডি এস ও কর্মীদের ডি এস ও-কে পরিচালনা করতে হবে। একাজ করা সহজ নয়, কিন্তু ইতিহাস এই দায়িত্ব যেমন পার্টির উপর অর্পণ করেছে, তেমনি ডি এস ও'র উপরও করেছে। এই লক্ষ্যেই তো কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

আজকের ডি এস ও কর্মীদের আমি বলব, অবস্থার ভাল-মন্দ সর্বদাই থাকে। আমরা যখন কাজ করেছি, তখন আমরা 'ব্যাঙের ছাতা' হিসাবে অভিহিত হয়েছি। উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য পেয়েছি। এসব কিছুই আমরা বিপ্লবী স্পর্ধা নিয়ে মোকাবিলা করেছি। যারা আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল, তাদের মধ্যেই অচিরে ভাঙন ধরানো গেছে, আমরা এগিয়েছি। আজকের দিনে রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত অনীহা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে সব রাজ্যেই। কিন্তু এ অবস্থাকেও ভাঙতে হবে। মহান স্ট্যালিন সম্পর্কে মার্শাল ঝুকভ বলেছিলেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্ট্যালিন অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন'। লেনিন বলেছেন, 'অসুবিধাকে সুবিধায় রূপান্তরিত করো'। কমরেড শিবদাস ঘোষও প্রতিনিয়ত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ৫০ বছর পূর্তির সার্থকতা তখনই হবে যখন সকল রাজ্যের ডি এস ও'র নেতৃত্বকারী কর্মীরা বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য জীবনের কোন দিক বাদ দিয়ে নয়, সকল দিক ব্যাপ্ত করে নিজেদের সার্থক, দুর্দান্ত, দুর্দমনীয় বিপ্লবীতে পরিণত করতে পারবে, যেন প্রত্যেকেই আগামীদিনের বিপ্লবী শিক্ষক — যে শিক্ষক শত শত বিপ্লবী ছাত্রকর্মীর জন্ম দিতে পারে। বিপ্লবের জন্য জনসাধারণ অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে পারেনা। তাহলে মানুষ আজ যেমনটা প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকছে, আরও ঝুঁকবে। আর বিপ্লবটা সিপিআই, সিপিএম করে দেবেনা, তথাকথিত নকশালপন্থীরাও করবে না। ভারতের বিপ্লবটা এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বেই হবে। ছাত্র ও যুবশক্তিকেই তো সেই বিপ্লবের প্রথম সারিতে থাকতে হবে। শুধু প্রাণ দেওয়ার জন্য নয়, বৌদ্ধিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং গ্রামে গ্রামে বিপ্লবের দুর্গ গড়ে তোলার কাজ বাস্তবায়িত করার জন্য। এজন্য কী চাই, সেটা ভাবতে হবে। বিরাট সাফল্যের মধ্যেও খুঁজতে হবে, কোন জায়গাটা উন্নত করা চাই। আমার চোখে যেটা ধরা পড়েছে, তাহল, সময়ের প্রয়োজন অনুপাতে আদর্শবাদের চর্চা, বিপ্লবী শিক্ষার চর্চা, তত্ত্বের চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে। অন্যদিকে ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক-আলোচনার মানসিকতা ও তা পরিচালনা করার যে দক্ষতা, সেটা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করা দরকার। একদিন এভাবেই আমরা ছাত্রদের মাঝে জায়গা করেছি। অন্যরা শুনতে চায়নি, তবু শুনতে হয়েছে। জায়গা দিতে চায়নি, তবু জায়গা দিতে হয়েছে। আমরা ছাত্রদের মারধোর করিনি, জোরাজুরি করিনি। আবার অনুনয়ও করিনি, সস্তা রাজনীতিও করিনি। আমরা বিপ্লবী তত্ত্বের চর্চা করেছি। এর দ্বারাই আমরা ওদের জমিদারিতে আঘাত হানতে শুরু করেছিলাম ছাত্রসমর্থনের ভিত্তিতেই। আমরা সেদিন সংখ্যায় ৫-৭ জন ছিলাম, আজ তো সংগঠনের অনেক কর্মী।

দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে, কমরেড শিবদাস ঘোষ জীবনের যে মডেল আমাদের সামনে রেখে গেছেন, সেই মডেলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের প্রতিদিন চর্চা করা ও জীবনে প্রয়োগ করা দরকার। এটা না হয়ে যদি অজ্ঞাতসারেও একটা আত্মসন্তুষ্টি আমাদের মধ্যে জায়গা করে নেয়, প্রয়োজনীয় সংগ্রামের সূচনা করতে না পারি, তাহলে ডি এস ও'র ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে।

আমি জানি, শূন্যে কথা বললে কাজ হবেনা। ছাত্রদের জীবনে আজ আক্রমণ আগের চেয়েও অনেক মারাত্মক রূপে নেমে এসেছে। পাঠশালায় পড়ার সুযোগও থাকবে কিনা, সেটাই এখন সাধারণ মানুষের প্রশ্ন। সুতরাং, লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। এই ছাত্র আন্দোলন যদি আপনারা লাগাতার করে যান, এবং একইসঙ্গে ছাত্রসমাজের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, জীবনবোধ ও সংস্কৃতিকে নিয়ে যান তাহলে বিপ্লব সম্পন্ন করার অবস্থা নিশ্চিতরূপে সৃষ্টি হবে।

সংগ্রামী ছাত্রবন্ধুদের এই আহ্বান জানিয়েই কমরেড ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে

দ্বিতীয় সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ২৮ জানুয়ারি ২০০৪

স্থান - বালিযাত্রা ময়দান, কটক, ওড়িশা, বেলা ২টা

বক্তা ঃ পদ্মশ্রী, ওড়িশার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ শচী রাউত রায়,

আসামের প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিরুপমা বরগোহাঞি,

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড তাপস দত্ত ও কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

কমরেড ছায়া মুখার্জী - সাধারণ সম্পাদিকা, এ আই এম এস এস

কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী (কর্ণাটক)

কমরেড সি এইচ প্রমীলা (অন্ধ্র প্রদেশ)

কমরেড বীনাপাণি দাস (ওড়িশা)

কমরেড সাধনা চৌধুরী (পশ্চিমবঙ্গ)

সভানেত্রী ঃ কমরেড প্রতিভা মুখার্জী - সর্বভারতীয় সভানেত্রী, এ আই এম এস এস

প্রতিনিধি সমাবেশ ঃ ২৯ - ৩০ জানুয়ারি ২০০৪

স্থান ঃ বারবাটি স্টেডিয়াম, কটক, ওড়িশা

শিক্ষাক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধি, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে ও সকলের জন্য শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করতে

এ আই ডি এস ও'র সপ্তম রাজ্য সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ২২ জানুয়ারি, বর্ধমান সার্কাস ময়দান, বেলা ১টা

উদ্বোধক ঃ অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, চেয়ারম্যান অভ্যর্থনা কমিটি

বিশেষ অতিথি ঃ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, এস ইউ সি আই

এছাড়াও বক্তব্য রাখবেন এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ ২৩-২৪ জানুয়ারি, অশোক হালদার মঞ্চ (সংস্কৃতি লোকমঞ্চ)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net